**The New Age**

Dhaka University vice-chancellor Professor ABM Obaidul Islam addresses a preparatory meeting on the campus in the capital on Tuesday. – Press release

# DU prepares for 105th founding day celebrations

**Staff Correspondent**

DHAKA University will celebrate Dhaka University Day on July 1 with a series of programmes marking the 105th year of the institution's academic journey.

The decision was taken at a meeting held on Tuesday at the Professor Abdul Matin Chowdhury Virtual Classroom, presided over by vice-chancellor Professor ABM Obaidul Islam, said a press release.

According to the programme schedule, teachers, students, officers and employees will gather at Smriti Chirantan Chattar adjacent to the VC office at 9:30am. A colourful procession led by the VC will begin at 9:45am and conclude at Payra Chattar in front of the Teacher-Student Centre.

The national flag, Dhaka University flag and hall flags will be hoisted at 10:00am, followed by the national anthem and an inaugural song. A discussion meeting chaired by the VC will be held at the TSC auditorium at 10:30am.

A special commemorative publication will be released to mark the occasion, while decorative arches will be installed at various university entrances.

The university began its academic activities on July 1, 1921.

## আলোকিত বাংলাদেশ

# ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হবে

**আলোকিত ডেস্ক :** আগামী ১ জুলাই ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত এক সভায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর এবং অফিস প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই ২০২৬ সকাল ৯:৩০টায় উপাচার্য ভবন সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জমায়েত হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯:৪৫টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রাটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। সকাল ১০টায় পায়রা চত্বরে জাতীয় পতাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন করা হবে। এসময় জাতীয় সংগীত ও উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করা হবে। সকাল ১০:৩০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

## দৈনিক নয়া দিগন্ত

# আগামী ১ জুলাই উদযাপিত হবে ঢাবি দিবস

আগামী ১ জুলাই ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) দিবস উদযাপন করা হবে। গতকাল অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত এক সভায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়। অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

সভায় প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রক্টর এবং অফিস প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই সকাল সাড়ে ৯টায় ভিসির ভবন সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জমায়েত হবেন। সেখান থেকে পৌনে ১০টায় ভিসির নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রাটি টিএসসির

৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

## আগামী ১ জুলাই ঢাবি

৩য় পৃষ্ঠার পর

সামনে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হবে। সকাল ১০টায় পায়রা চত্বরে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে পতাকা উত্তোলনসহ জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে। সকাল সাড়ে ১০টায় টিএসসি মিলনায়তনে ভিসির সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষে একটি বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে তোরণ নির্মাণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় ভিসি অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলামসহ শিক্ষক-কর্মকর্তারা ■ নয়া দিগন্ত

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



**The New Age**

Speakers, guests and participants pose for a group photo at a seminar on Dhaka University campus in the capital on Tuesday. — Press release

দৈনিক সংগ্রাম

# ব্লু ইকোনমি উন্নয়নে ঢাবি ও চীনের যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন

■ সংগ্রাম ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারন্যান্স (ICOG DU) এবং চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি (এফআইও) এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় জলসীমায় আধুনিক সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ও পরিবেশগত মডেলিং কার্যক্রমের উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। HEAT ATF SubProject 13025-এর আওতায় আয়োজিত এ সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।

এসময় আরও বক্তৃতা করেন আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীর, ঐউঅঞ প্রকল্পের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ড. টোনিয়া অ্যাস্ট্রিড ক্যাপুয়ানো, এফআইও - এর বিজ্ঞানী ড. শুমিন জিয়াং। স্বাগত বক্তব্য দেন আইসিওজি -এর পরিচালক অধ্যাপক ড. কে. এম. আজম চৌধুরী।

এছাড়া, সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক, শিক্ষার্থী এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (ঝচঅজজঝঙ)সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফির বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে চলমান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। তিনি জানান, আন্দামান সাগরে GNSS বয়া সফলভাবে স্থাপন এবং মেঘনা মোহনায় CNSS বয়া স্থাপনের চলমান উদ্যোগ বাংলাদেশের সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। এসব প্রযুক্তি উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা, নৌ-নিরাপত্তা, দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, জলবায়ু অভিযোজন এবং টেকসই ব্লু ইকোনমি পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সেমিনারের কারিগরি অধিবেশনে FIO -এর বিজ্ঞানীরা আধুনিক সমুদ্র পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি, সামুদ্রিক ভূ-ঝুঁকি এবং উপকূলীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া HEAT প্রকল্পের অগ্রগতি, প্রকল্পের মডেলিং কাঠামো এবং GNSS Buoy Deployment Project-এর ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে একটি প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির আওতায় অত্যাধুনিক মাঠপর্যায়ের প্রযুক্তি ও সংখ্যাগত (Numerical) মডেলিংকে সমন্বিত করা হয়েছে। Delft3D মডেলিং সিস্টেম ব্যবহার করে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণের গতিশীলতা, বিষাক্ত পদার্থের বিস্তার এবং উপকূলীয় অঞ্চলে দূষণ সঞ্চয়ের কেন্দ্রসমূহ চিহ্নিত করা হবে। একই সঙ্গে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য [illegible] সংরক্ষণে সহায়ক একটি [illegible] গড়ে তোলার পরিকল্পনা [illegible] গবেষকদের জন্য [illegible] সমুদ্রবিজ্ঞান-ভিত্তিক মডেলিং, [illegible] পূর্বাভাস এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি মাইক্রো [illegible] ও তেল দূষণের প্রভাব মূল্যায়ন এবং তা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠবে।

**The Country Today**

## *DU, China join to develop blue economy*

# Research activities inaugurated

**DU Correspondent**

A day-long seminar was held at Dhaka University on Tuesday to mark the inauguration of modern ocean monitoring and environmental modeling activities in the coastal waters of Bangladesh, a joint initiative of the International Center for Ocean Governance , Dhaka University ( ICOG- DU ) and the First Institute of Oceanography (FIO) of China.

The inaugural session of the seminar organized under HEAT ATF Sub-Project 13025 was attended by Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. ABM Obaidul Islam as the chief guest.

Also speaking at the event were Dean of the Faculty of Earth and Environmental Sciences, Prof Dr. Md. Humayun Kabir, International Expert of the HEAT Project , Dr. Tonia Astrid Capuano , and FIO Scientist Dr. Shumin Jiang . ICOG Director Prof Dr. K. M. Azam Chowdhury delivered the welcome address.

**Continued to page 4**

## Research activities

Besides , the seminar was attended by teachers, researchers, students from various universities in the country, and representatives of various important national institutions including the Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh Navy, Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization ( SPARROSO ) . Scientists from the First Institute of Oceanography of China were also present at the event. Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Abdus Salam will be present as the chief guest at the closing ceremony of the seminar. At the event, crests were exchanged as a symbol of mutual cooperation between ICOG-DU and FIO.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

DU in Media

03 June 2026

**প্রথম আলো**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ

# মীর ময়নুল হকের স্মৃতিতে কোটি টাকার তহবিল গঠন

**প্রতিবেদক**, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

গবেষণার উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে ১ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বাংলাদেশি ভূতত্ত্ববিদ মীর ময়নুল হক এবং তাঁর প্রয়াত এমএস তত্ত্বাবধায়ক, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ইউনেসকো ভূতত্ত্ব অধ্যাপক জন আলফ্রেড ট্যালেন্ট-এর স্মৃতি রক্ষার্থে এই এনডাউমেন্ট ফান্ড (বিশেষ তহবিল) গঠন করা হয়।

'মীর ময়নুল হক অ্যান্ড জন ট্যালেন্ট মেমোরিয়াল এনডাউমেন্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত মীর ময়নুল হকের ছোট ভাই কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক শিক্ষক মীর মুবিনুল হক ১ কোটি টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আবদুস সালামের কাছে হস্তান্তর করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম এ লতিফ মিলনায়তনে চুক্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতাত্ত্বিক অ্যালামনাই সমিতি।

ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. বদরুদ্দোজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, গবেষক, বর্তমান শিক্ষার্থী এবং অতিথিরা অংশ নেন। মরহুম মীর ময়নুল হকের ছোট ভাই মবিনুল হক ও মফিদুল হক এবং বড় মেয়ে মিস মাহিন তাবাসসুমসহ তাঁর পরিবারের ১৫ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

তহবিলের অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী, অনুদানের ৩০ শতাংশ ভূতত্ত্ব বিভাগের ৪০৮ নম্বর কক্ষে 'ময়নুল-ট্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ল্যাবরেটরি' প্রতিষ্ঠার জন্য বরাদ্দ করা হবে। অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ পিএইচডি, এমফিল এবং এমএস শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, ফেলোশিপ এবং মাঠকর্ম সহায়তার অর্থায়নে ব্যবহৃত হবে।

এনডাউমেন্ট ফান্ড চুক্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাবেক শিক্ষার্থীরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে। ছবি : প্রথম আলো

**The Country Today**

# Tk 1cr fund for research of DU Geology Department

**DU Correspondent**

An endowment fund of Tk 1 crore has been formed in the Department of Geology, Dhaka University for the purpose of promoting research.

This endowment fund was formed in memory of the late former student of the Department of Geology, Mir Moinul Haque, and his MS supervisor, former UNESCO Professor Dr. John Alfred Talent. Dr. Mir Mubinul Haque, younger brother of the late Mir Moinul Haque, handed over a cheque of Tk 1 crore to the Pro-Vice Chancellor (Education) of Dhaka University, Professor Dr. Abdus Salam on Tuesday.

The cheque handover ceremony organized at the Geology Department's Prof M. A. Latif Auditorium was attended by Dean of the Faculty of Earth and Environmental Sciences Prof Dr. Md. Humayun Kabir, Chairman of the Geology Department Prof Dr. Md. Badruddoza Mia, brother of the late Mir Mainul Haque Mir Mofidul Haque, departmental teachers, leaders of the **Continued to page 4**

## Tk 1cr fund

Geology Alumni Association, and members of the donor's family. Dhaka University Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Abdus Salam thanked the donor family for forming the Endowment Fund. He expressed hope that this donation will play a helpful role in modernizing and expanding the research activities of the department.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩

DU in Media

03 June 2026

দেশ রুপান্তর

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশসেরা

এইচ এম খালিদ হাসান

'আমি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোচিং সেন্টার বলি'– একটি পডকাস্টে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের এমন মন্তব্য দেশজুড়ে বিতর্কের জন্ম দেয়। বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষকরা বলেন, এ ধরনের মন্তব্য দেশের সর্বোচ্চ ও ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অসম্মানজনক। প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের অসম্মানজনক মন্তব্যের পরও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন র‍্যাংকিংয়ের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এখনো দেশের শীর্ষস্থানে রয়েছে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পডকাস্টে ববি হাজ্জাজের সাম্প্রতিক বক্তব্যটি এ রকম– 'আমি তো বলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কোচিং সেন্টার; এটি মূলত কোচিং ইউনিভার্সিটি।' তিনি বলেন, 'দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পাঠদানকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।' তার দাবি, গবেষণা ও প্রকাশনার কিছু সূচকে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও ভালো অবস্থানে রয়েছে।

তার এ বক্তব্য দ্রুত ভাইরাল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, গবেষণা ও জাতীয় জীবনে অবদানের প্রসঙ্গ টেনে অনেকেই প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যকে 'অবমাননাকর' ও 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

- ২০২৫ সালে ১ হাজার ৭৮৯টি গবেষণাপত্র
- ২০২৬-এ কিউএস র‍্যাংকিংয়ে ৫৮৪তম স্থান
- কিউএস এশিয়া র‍্যাংকিংয়ে ১৩২তম স্থান
- টাইমস হায়ার এডুকেশনে এগিয়েছে ২০০ ধাপ

এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমার আংশিক বক্তব্যটি যেহেতু কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করেছে, অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমার অনেক প্রিয়জন ও শুভাকাঙ্ক্ষী মর্মাহত হয়েছেন, সেজন্য আমার বক্তব্য আমি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং আশা করি, এরপর এ বিষয়ে আর কোনো বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না।'

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, বরং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম নির্মাতা। ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান– প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়ে এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা, প্রকাশনা ও আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ের সূচকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নানা সীমাবদ্ধতা ও অর্থ সংকটের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো দেশের শীর্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০২৫ সালে স্কোপাস ইনডেক্সড জার্নালে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক ও গবেষকরা ১ হাজার ৭৮৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, যা বাংলাদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক। একই সময়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ছিল ৮০৪টি ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ছিল ৭৭৮টি।

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়েও প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছে। ২০২৬ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে ৫৮৪তম স্থান অর্জন করে দেশের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ধরে রেখেছে। একই সঙ্গে কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে এশিয়ার মধ্যে ১৩২তম স্থান অর্জন করে বাংলাদেশে প্রথম হয়েছে। টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১ >

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশসেরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

র‍্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২০০ ধাপ এগিয়ে ৮০১-১০০০-এর মধ্যে অবস্থান নিশ্চিত করেছে। টাইমস হায়ার এডুকেশনের সাম্প্রতিক তথ্য বলছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ এনভায়রনমেন্ট' স্কোর মাত্র ১৩.৩ হলেও 'রিসার্চ কোয়ালিটি' স্কোর ৭৬.৫। অর্থাৎ, গবেষণা তহবিল, অবকাঠামো ও গবেষণা সহায়ক পরিবেশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও গবেষণার মানের ক্ষেত্রে সে ব্যবধান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বিশ্লেষকদের মতে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু গবেষণাপত্রের সংখ্যা বা ফলাফল নয়, বরং ফল অর্জনের পেছনে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ, অবকাঠামোগত সুবিধা এবং গবেষণা সহায়ক পরিবেশকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করলে বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় ১২ হাজার ৫৩৬ কোটি, অক্সফোর্ড ১২ হাজার ৮০০ কোটি, মেলবোর্ন ১৩ হাজার ৮২৫ কোটি, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর ৮ হাজার ৭৮০ কোটি, টোকিও ৭ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা এবং ভারতের আইআইটি মাদ্রাজ প্রায় ১ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা গবেষণা খাতে ব্যয় করে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বরাদ্দ মাত্র ২১ কোটি টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ, বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় কয়েকশ গুণ কম অর্থায়নে গবেষণা করতে হয় দেশের সবচেয়ে পুরনো ও বৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়কে।

শিক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও গবেষণা অবকাঠামোই পায় না, তার কাছ থেকে হার্ভার্ড বা অক্সফোর্ডের মানের গবেষণা আশা কতটা বাস্তবসম্মত?

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজের বক্তব্যটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে মুহূর্তেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান-সাবেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা ব্যাপকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কামরুল হাসান মামুন প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আমি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলি কোচিং সেন্টার, এখানে থামলে আমি অতটা আঁতকে উঠতাম না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিম্নমুখী হওয়ার বিষয়টি আমিও বলে আসছি। তবু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এখনো যেকোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ওপরে।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল আজিম এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেট ঘাটতি ৮০ কোটি টাকার বেশি। দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক দুরবস্থাকে আড়াল করে যে বা যারা র‍্যাংকিং, গবেষণার সংখ্যা, মান প্রভৃতি নিয়ে উচ্চমাগীয় কথাবার্তা বলবে, বুঝে নেবেন সে সঠিক তথ্য না জেনে মূর্খতা প্রকাশ করছে অথবা জেনে ভণ্ডামি করছে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই ৩৫০০-এর বেশি স্নাতক ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমপর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে।'

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক শাকির আহমেদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করলে জাতে ওঠা যায়, আলোচনায় থাকা যায়– এমন একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে। গবেষণা, র‍্যাংকিং কিংবা অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ক্রান্তিলগ্নে বারবার নেতৃত্ব দিয়েছে।'